কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 23 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ... ৮ ...

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

যৌন হয়রানির দায়ে শিক্ষক চাকরিচ্যুত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

ছাত্রীকে যৌন হয়রানি এবং আর্থিক অনিয়মসহ বিভিন্ন অভিযোগের প্রমাণ পাওয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আসাদুজ্জামানকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। একই বিভাগের আরেক সহকারী অধ্যাপক রুহুল আমীনের পদোন্নতি আগামী তিন বছর বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৬তম সিন্ডিকেট সভায় এসব

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৫

যৌন হয়রানির

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

সিদ্ধান্ত হয়। সিন্ডিকেটে আরো বেশ কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি বিভাগের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এস এম আব্দুল লতিফ।

সিন্ডিকেট সভা সূত্রে জানা গেছে, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের সাবেক সভাপতি সহকারী অধ্যাপক মো. আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে বিভাগের এক ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে গত ১৬ এপ্রিল ১০ সদস্যের তদন্ত কমিটি করে প্রশাসন। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগের অর্থ আত্মসাৎ এবং পিএইচডি জালিয়াতির অভিযোগে আলাদা তদন্ত কমিটি করে প্রশাসন। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন যাচাই-বাচাই এবং অভিযুক্তের শোকজ উত্তর পর্যালোচনা শেষে আসাদুজ্জামানকে চাকরিচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিন্ডিকেট। এ ছাড়া ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের আরেক সভাপতি সহকারী অধ্যাপক রুহুল আমীনের নিয়োগবাণিজ্য নিয়ে অডিও ফাঁস এবং তা প্রমাণিত হওয়ায় তিন বছরের জন্য তাঁর পদোন্নতি এবং তিনটি ইনক্রিমেন্ট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আগামী পাঁচ বছর কোনো ধরনের প্রশাসনিক দায়িত্বও তিনি পালন করতে পারবেন না।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার দায়িত্বে অবহেলার কারণে 'ডি' ইউনিটের সমন্বয়কারী ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. শামসুল আলমসহ ইউনিটের সদস্যদের সতর্ক করা হয়েছে। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধু হলের কর্মকর্তা ওয়ালিদুর রহমান মুকুটকে ৭৮ হাজার টাকা পরিশোধ করার নির্দেশসহ তাঁকে হল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে।

তিন বিভাগের নাম পরিবর্তন : আইন ও শরিয়াহ অনুষদভুক্ত 'আইন ও মুসলিম বিধান' বিভাগের নাম 'আইন বিভাগ', একই অনুষদভুক্ত 'আল-ফিকহ' বিভাগের নাম 'আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ' এবং ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদভুক্ত 'ফলিত পদার্থবিজ্ঞান ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং' বিভাগের নাম 'ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই)' করা হয়েছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন-উর-রশিদ আসকারী বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে অপরাধীকে ন্যূনতম ছাড় দেওয়া হবে না। পাশাপাশি কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকেও শাস্তি দেওয়া হবে না। দুর্নীতির বিরুদ্ধে বর্তমান প্রশাসনের জিরো টলারেন্স।'